

শাহজাদপুরে নাসিম ও নূর এ সরকারের আমলেই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

■ সিরাজগঞ্জ ও শাহজাদপুর প্রতিনিধি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, বর্তমান সরকারের আমলেই ভারতের শান্তিনিকেতনের আদলে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও রবীন্দ্রনাথকে ভালোবেসে শাহজাদপুরে বারবার এসেছেন। তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে শাহজাদপুরে গত বছর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এরই মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প একনেকে পাসসহ সংসদেও অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রীদ্বয় রোববার দুপুরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শাহজাদপুরে রবীন্দ্র কাছারিবাড়িতে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান ও সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক বিদ্রাল হোসেনের সভাপতিত্বে সাংসদ হাসিবুর রহমান স্বপন, সাংসদ ম ম আমজাদ হোসেন মিলন, প্রফেসর ড. আবদুল খালেক, ড. সুভাস সিংহ রায়, পুলিশ সুপার মিরাজ উদ্দিন আহমদ, উপজেলা চেয়ারম্যান প্রফেসর আজাদ রহমান, আবদুস সামাদ, সাজ্জাদ হায়দার লিটন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমবেত কণ্ঠে শিল্পীদের গানের মধ্য দিয়ে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

নাসিম বলেন, রংগার, ইমাম, মুয়াজ্জিন, ধর্মযাজক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষকসহ শান্তিকামী মানুষকে খুন করে জঙ্গিগোষ্ঠী দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আর এ অপশক্তিকে সমূলে উৎপাটন করতে চাইলে বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার মতো আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধারণ করতে হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ নানা দেশের সরকারগুলো দীর্ঘস্থায়ী ছিল বলেই সে দেশগুলো এখন উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশেও এমন দীর্ঘস্থায়ী সরকার থাকলে এ দেশও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। তিনি সমাজের সব স্তরের মানুষকে নিয়ে ভাবতেন। তেমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও দেশের সব স্তরের মানুষকে নিয়ে ভাবতেন।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- গান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, রবীন্দ্র আলোচনাসহ নানা আয়োজন। বিশ্বকবির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শাহজাদপুরে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।